SEP. 22 2002

দুর্নীতির আখড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়!

বিনা টেন্ডারে ব্র্যাককে বই ছাপার দায়িত্ব প্রদান ৩৫ লাখ টাকার সরকারি ক্ষতি নিশ্চিত

রাশেদ মেহেদী ॥ সকল নিয়মনীতি ভঙ্গ করে বিনা টেন্ডারে ২০০৩ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক স্তরের ২৮টি বই মুদ্রণের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছে দেশের বৃহৎ এনজিও প্রতিষ্ঠান ব্র্যাককে। ২৪শে আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব শাহেদ ইকবাল মো. মাহবুব-উর-রহমান সইকৃত পত্রে (শিম/শা-১০/বিধি) (এনসিটিবি-১০/৯৭) এ দায়িত্ব দেয়া হয়। পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, 'নির্দেশক্রমে ২০০৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর ধর্মীয় শিক্ষা ও ইংরেজী এবং চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর সব বই ৭.৫ শতাংশ কমিশনে মুদ্রণ ও প্রকাশের বিষয়ে ব্র্যাককে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করা হলো। অন্য কোন অনুমতির প্রয়োজন নাই।' উল্লিখিত পত্রের শেষ লাইন থেকে দেখা যায়, এ যাবৎ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডকেও পাশ কাটিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের পদক্ষেপে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের তালিকাভুক্ত মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বোর্ডের এক কর্মকর্তা বিষয়টিকে তুলনা করেছেন ১৯৯৯ সালে অনিয়মের মাধ্যমে 'পুস্তকা' প্রতিষ্ঠানকে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ কাজের দায়িত্ব দেয়ার সঙ্গে। উল্লেখ্য, সে বছর সময়মতো পাঠ্যপুস্তক ছাপা সমাপ্ত হয়নি এবং নির্ধারিত সময়ের প্রায় ৬/৭ মাস পর বই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে। তালিকাভুক্ত মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলো সে সময় এ অনিয়মের বিরুদ্ধে আন্দোলনেও নেমেছিল।

উল্লেখ্য, প্রাথমিকস্তরের বিনামূল্যের পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠান পরিচালিত স্কুল, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং কিন্ডার গার্টেনের জন্য মূল্যের বই মুদ্রণ ও বাজারজাত করে। প্রথা অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান দরপত্রে অংশ নিয়ে মুদ্রণ কাজের দায়িত্ব পেয়ে থাকে। এ বছর মার্চ মাসে চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য পাঠ্যপুস্তক বোর্ড তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে বৈঠক করে এবং তাদের মুদ্রণ কাজ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিশ্চিত ঃ পৃঃ ১১ কঃ ২

নিশ্চিত ঃ ক্ষতি

(১২-এর পৃষ্ঠার পর) নেয়া হয়। পরে এ কাজের দরপত্র আহ্বান করা হয়; কিন্তু দরপত্র আহ্বানের কিছুদিন পরই ওই দরপত্র বাতিল করে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। সর্বশেষ পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে কার্যত পাশ কাটিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নির্দেশে কোন দরপত্র আহ্বান ছাড়াই উপরোল্লিখিত পত্রের মাধ্যমে মুদ্রণ কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ব্র্যাককে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ব্র্যাক পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের তালিকাভুক্ত কোন প্রতিষ্ঠান নয়। ২০০৩ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক স্তরের মুদ্রণ কাজের জন্য রেসপনসিভ কোন করদাতাও নয়। ফলে ব্র্যাককে এ কাজ দেয়ার ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের সব নিয়মনীতি ভঙ্গ করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানিয়েছে।

খোঁজ নিয়ে আরও জানা যায়, ইতোপূর্বে প্রাথমিকস্তরের বই মুদ্রণের ক্ষেত্রে শতকরা ১৫ ভাগ রয়্যালিটি দরে বইয়ের মূল্য নির্ধারণ করা হতো; কিন্তু ব্র্যাককে মাত্র অর্ধেক অর্থাৎ ৭.৫ শতাংশ হারে রয়্যালিটি প্রদান করার শর্ত দেয়া হয়েছে। এর ফলে সরকার প্রায় ৩৫ লাখ টাকার রাজস্ব আদায় থেকে বঞ্চিত হবে। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিনা শর্তে ব্র্যাককে কাজ দেয়ায় তারা ইচ্ছেমতো বই ছাপতে পারবে, নিয়ম অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সরবরাহ করা নিরাপত্তা কাগজও তাদের ব্যবহার করতে হবে না। এর ফলে প্রচুর নকল বই বাজারজাত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, নকল বই এড়ানোর জন্যই বিশেষ নিরাপত্তা কাগজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। উল্লিখিত কাজের মূল্য ৭ কোটি টাকা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের পদক্ষেপে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের সঙ্গে আলাপকালে তারা জানান, আমরা নিয়মিত কর পরিশোধের মাধ্যমে সব শর্ত পূরণ করে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের কাজ করে আসছি। গত বছরও (২০০২ শিক্ষাবর্ষ) আমরা দায়িত্ব নিয়ে সময়মতো বিপুলসংখ্যক বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিয়েছি। তাছাড়া সরকারের অর্থ ব্যয়ের সম্পন্ন হওয়া এ ধরনের কাজ বাংলাদেশ গেজেট অনুযায়ী দরপত্রের মাধ্যমেই হয়। এ ক্ষেত্রে টেন্ডার ছাড়া সরাসরি কাজ দেয়ার নির্দেশ সম্পূর্ণ বেআইনি।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কয়েকজন কর্মকর্তা এ ব্যাপারে বলেন, নিয়ম অনুযায়ী তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান বই ছাপলে বই সময়মতোই শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানো যায়; কিন্তু এসব ক্ষেত্রে অনিয়ম হলেই বই সময়মতো ছাপা হয় না। তারা ১৯৯৯ সালের উদাহরণ দিয়ে বলেন, সে বছর 'পুস্তকা'কে সরাসরি সব পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের কাজ দেয়া হয়। এর ফলে ছাপানো ও সরবরাহের ক্ষেত্রে অনিয়মসহ নানা কেলেঙ্কারি হয় এবং শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত সময়ের ৬ মাস পর বই পায়। এ বছরও ব্র্যাককে বিনা টেন্ডারে মুদ্রণ কাজের দায়িত্ব দেয়ার ব্যাপারটা অনেকটা সেরকমই। দেখা যাবে, এ বছরও তিনটি শ্রেণীর নির্ধারিত বই দিয়ে শুরু হলো, পরবর্তীতে সব বই ছাপার দায়িত্ব দেয়া হবে। আবার বই সরবরাহের ক্ষেত্রে অরাজকতা শুরু হবে, বর্তমানে বোর্ডে পাঠ্যপুস্তক ছাপার বিষয়টিতে দীর্ঘদিন পর যে শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে, তাও ভেঙে পড়বে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, বিষয়টি ওপরের নির্দেশে হয়েছে, আমরা মন্তব্য করতে পারছি না।

এ ব্যাপারে শিক্ষা সচিব শহীদুল আলম বলেন—এ বইগুলো আলাদা, এগুলো আমাদের নির্ধারিত বাজেটের নয়। এগুলো ব্র্যাক কিনতে চেয়েছিল, আমরা তাদের ছাপতে দিয়েছি। বিনা টেন্ডারে কেন দেয়া হলো জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের কাজের চাপে আমরা ছাপতে পারিনি, এজন্য তাদের ছাপতে বলেছি।